Seminar on
Right to Education

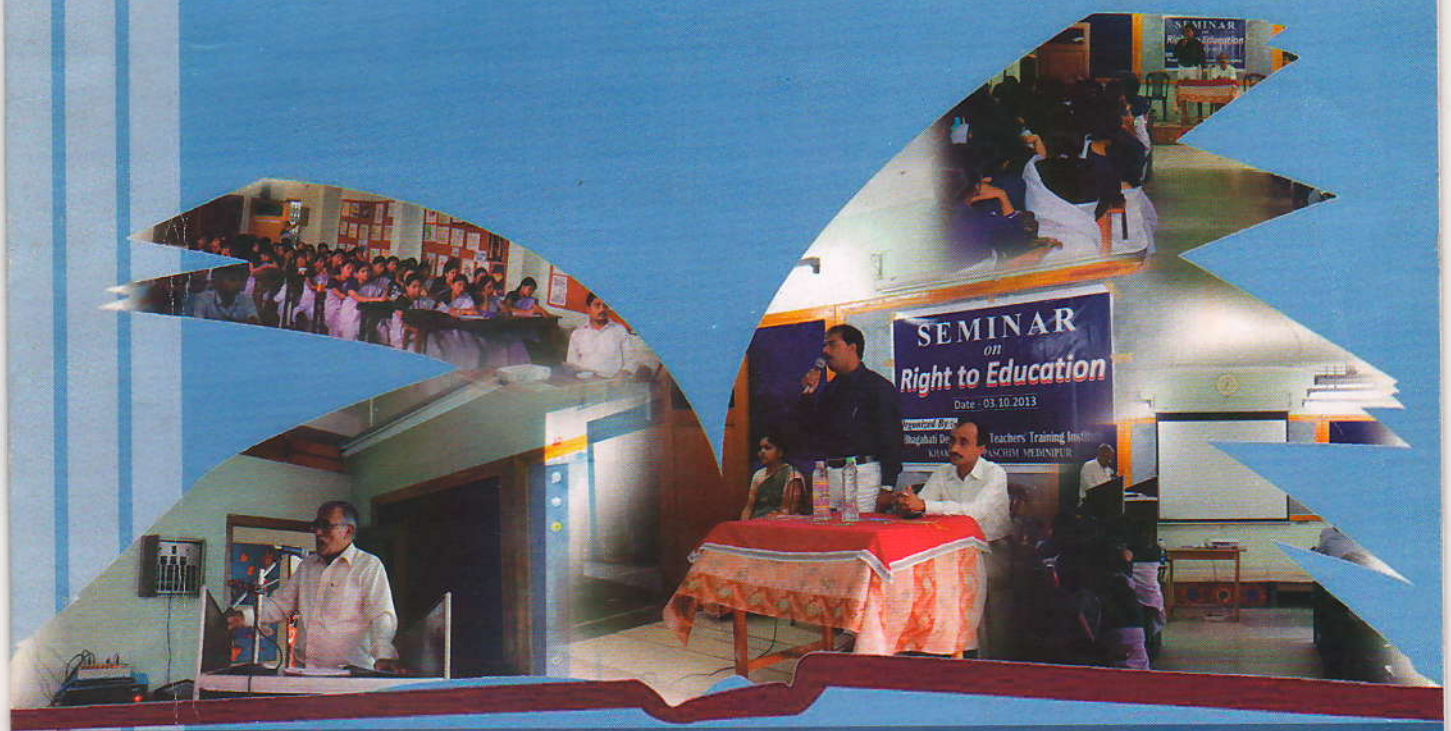

Conducted by : BBDNKS
Recognised by : NCTE
Affiliated to : WBBPE

শিক্ষার অধিকার আইন

কার্ত্তিক চন্দ্র আচার্য্য

সভাপতি, ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

আজকের সভার সম্মানীয় সভাপতি তথা এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশিষ্ট আলোচক অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আব্দুল হাই মহাশয় এবং সমবেত শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলকেই সংস্থার পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা, সম্মান ও সুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে "শিক্ষার অধিকার আইন" শীর্ষক সেমিনারে প্রথমে দু এক কথা বলছি।

স্বাধীনতা লাভের অতিক্রান্ত ছয় দশক পরেও তখন সকলের কাছে শিক্ষা পৌঁছানো যায়নি, তখন 'Right to Education Art - 2009' প্রবর্তন আমাদের জাতীয় জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সারা-দেশ ব্যাপী প্রতিটি ৯-১৪ বছরের শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার এই উদ্যোগে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, পাঠক্রম ও পাঠদান পদ্ধতির নব নির্মান এবং সর্বোপরি শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি এই আইনের আওতাধীন। এই আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা থকলেও রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছার সাথে বাস্তব ও যথাযথ প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

আলোচ্য বিষয়ের অপরিহার্য ক্ষেত্র শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী। বর্তমানের অবক্ষয়িত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। ভোগবাদের লালসালিপ্ত হাতছানি সর্বত্র। শিক্ষকতার মহান ব্রতকে কলুষিত করার অপচেষ্টা অহরহ। এরই মাঝে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে শিক্ষাকে পরিষেবা হিসাবে ক্রয় করার মানসিকতার ক্রম-প্রসারতা। এই জটিল ও সংকটময় আবহের মধ্যে দাঁ ড়িয়ে সরকারি ক্ষেত্রের শিক্ষা-পরিষেবাকে সুরক্ষিত রেখে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও আকৃষ্ট করে তোলাই এখনকার শিক্ষক-শিক্ষিকা-মন্ডলীর কাঙ্খিত অথচ দুরূহ কাজ। শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়নে আজকের সমবেত ভাবী-শিক্ষক-কূলের কাছেই রইল এই দুরূহ দায়িত্ব পালনের আহ্বান।

Bhagabati Devi Primary Teachers Training Institute
Library
(D.El.Ed. B.Ed)
Paschim Medinipur

শিক্ষার অধিকার আইন

ডঃ সিদ্ধার্থ শঙ্কর মিশ্র
অধ্যক্ষ, ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

আজকের আলোচ্য বিষয় - শিক্ষার অধিকার ২০০৯। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার শিক্ষার অধিকার আইন আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক রূপে উপস্থিত আছেন সম্মানীয় আব্দুল হাই মহাশয় (অবসর প্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক - মাধ্যমিক)। উপস্থিত আছেন সংস্থার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

1947 সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। একদিকে গন অভ্যুস্থান অন্যদিকে সাংবিধানিক নির্দেশের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি শুরু হয়েছিল। 1950 খ্রীঃ সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং সেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 1960 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 14 বছর বয়সি সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে।কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংবিধান অনুসারে কর্মসূচী গ্রহন করা হয় নি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে 1-11 বছর বয়সের সকল শিক্ষার্থীদের কে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনা শেষে মূল্যায়ন করে দেখা যায় যে, দেশের 6-10 বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের 77-78 % শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। 1960 খ্রীঃ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয় সার্বজনীন শব্দটি। সাংবিধানিক নির্দেশানুযায়ী বলা হয় যে, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে এবং তারা যাতে তাদের এই অধিকার লাভ করার সুযোগ পায় তার জন্য রাষ্ট্রকে তার আর্থিক সংগতির মধ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। 1990 খ্রীঃ দেখা যায় যে "সা র্বজনীন" শব্দটি শব্দ হিসেবে থেকে গেছে। 1993 খ্রীঃ সুপ্রিম কোর্ট 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে একটি "অধিকার" হিসেবে গন্য করে বলেন, "এদেশের নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার।" 2001 খ্রীঃ 93 তম সংবিধান সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব গ্রহন করে যে 6-14 বছর বয়স পর্যন্ত রাষ্ট্র সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহন করবে। 2002 খ্রীঃ 83 তম সংশোধনীতে বলা হয় যে, "রাষ্ট্র 6-14 বছর বয়সী সব শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এমন ভাবে করবে যা রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্থির করবে।" 2002 খ্রীঃ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনাগুলি হল - শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার বিল 2003, 2004, শিক্ষার অধিকার বিল 2005, কেন্দ্রীয় বিল বাতিল করে রাজ্যগুলোকে শিক্ষার অধিকার বিল 2006 এর ভিত্তি করে নিজস্ব বিল তৈরী করার পরামর্শদান, 2008 খ্রীঃ বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য শিশুদের অধিকার বিল রাজ্যসভা ও লোকসভায় পেশ ও গ্রহন করা হয়। 2009 খ্রীঃ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ ও Right to Education 2009 প্রকাশ। 86 তম সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি জারি হয় 2010 খ্রীঃ 1 April.

পাঠক্রম ও মূল্যায়ন ঃ- সরকারি নোটিস অনুসারে গঠিত শিক্ষা কতৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেবেন। পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি গঠনের সময় যে বিষয় গুলির গুরুত্ব দেওয়া হবে সেগুলি হল –

১। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। ২। মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। ৩। শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা ও মেধার

বিকাশ। ৪। দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ। ৫। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। ৬। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, ৭। বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে আবিষ্কার, অন্বেষণ করা। ৮। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। ৯। শিশুকে মতামত প্রদানে উৎসাহী করা। ১০। শিশুর বোধগম্যতা বিচারের জন্য সার্বিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা। ১১। প্রাথমিক শিক্ষান্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রত্যেকটি শিশুকে শংসাপত্র দেওয়া হবে।

বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের দায়িত্ব ঃ- এই আইনানুসারে ভর্তি হওয়া শিশুকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবে বিদ্যালয়। সমাজের দুর্বল অংশের শিশুদের ভর্তি করবে ও সম্পূর্ন হওয়া অবধি বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষা দেবে। বিদ্যালয়গুলিকে সরকার খরচ দেবে। কতৃপক্ষ যেমন চাইবেন বিদ্যালয়গুলি সেই মত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করবে। কোন বিদ্যালয় ছাত্রের ভর্ত্তির জন্য ক্যাপিটেশন ফি চাইবে না। যদি চায় তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। শিশু ভর্ত্তি হবে পাঠ্যক্রমের শুরুতে অথবা যে সময়টা ছাড় দেওয়া হবে তার মধ্যে। তাছাড়া ছাড় দেওয়া সময়ের পরে কেউ ভর্ত্তি হতে চাইলে তাকে ভর্ত্তি নিতে হবে। প্রারম্ভিক শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া কোন শিক্ষার্থীকে ফেল করানো যাবে না। শিশুকে শারিরীক বা মানসিক শাস্তি দেওয়া যাবে না। সরকারি বিদ্যালয়ে School Management Commitee থাকতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে ন্যুনতম যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে শিক্ষক গনের সে যোগ্যতা থাকতে হবে। যে সব রাজ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষনের পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেই বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম সেখানে সরকার প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষক নিযুক্তির যোগ্যতা শিথিল করতে পারেন। কিন্তু নির্ধারিত যোগ্যতা ৫ বছরের মধ্যে অর্জন করতে হবে। নির্দেশানুযায়ী শিক্ষকগনের ভাতা, বেতন, চাকরির শর্ত পূরণ হবে। শিক্ষকগন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যেন প্রতিটি বিদ্যালয়ে বজায় থাকে। তা বজায় রাখার জন্য কোন একটি বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে অন্য বিদ্যালয়, অফিস বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বাইরে নিযুক্ত করা যাবে না। কোনও শিক্ষককেই দশ বছর অন্তর জনগণনার কাজ, বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্ব, সংসদ, বিধানসভা অথবা স্থানীয় কতৃপক্ষের নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা বহির্ভূত কাজে নিয়োগ করা যাবে না। শিক্ষকগন প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না।

National Adisorry Commitee ও State Adisorry Commitee পরামর্শদাতা সংস্থার কাজ করবে। এছাড়া গবেষণা, অধ্যয়ন ও সুব্যবস্থিত মূল্যায়ন করে আইনের প্রয়োগ করবে। NAC বিদ্যালয়ের রীতি পদ্ধতির মান ঠিক আছে কিনা তা বিচার করবে ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরামর্শ দেবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের করনীয় কর্মসূচী হল - বাস্তব সম্মত নিয়ম প্রচলন, সর্বশিক্ষা অভিযানকে শিক্ষার অধিকার আইনের সঙ্গেঁ সংযুক্ত করা, জাতীয় পরামর্শদান কমিটি গঠন, রাজ্য গুলিকে তার তহবিল ভাগের পথ নির্দেশ দান, শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা ও পাঠ্য বিষয় পরিচালনার পদ্ধতি রচনায় সহায়তা দান, প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকগনকে ৫ বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহন, প্রতিবন্ধী শিশুদের আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

রাজ্য সরকারের কৃত্যসূচী - রাজ্যগুলির নিয়ম প্রস্তুত করণ, ছাত্র শিক্ষক অনুপাতের সংগঠন, স্থানীয় কতৃপক্ষ নির্ধারনের বিজ্ঞপ্তি জারি, ব্যবস্থার প্রচলন, প্রচলিত ৭ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষাকে ৮ বছরের করা এবং ভর্ত্তির বয়স ৫ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করার ব্যবস্থা করা, যে সব রাজ্যে শিশুঅধিকার রক্ষার্থে রাজ্য কমিশন নেই তাদের সহায়তা করা, শিক্ষক শিক্ষণ এবং কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য নিয়মানুযায়ী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

সভায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

National Song presented by the students

Inaugural speech delivered by the President

President, Principal and other faculty present on the seminar stage

Honour to the Expert [Abdul Hai, Ex-DI Secondary]

Expert delivers his speech

Expert delivers his speech with the help of Power Point

শিশুর শিক্ষার অধিকার (আইনের ক্রমবিকাস)

আব্দুল হাই

WBES (Retd.), Administrative Officer ,The Institute for Academic Excellence [B.Ed], Former D.I.S. (Pri)

শিশুর শিক্ষা কে সর্বজনীন করার প্রয়াস স্বাধীনত্তোর কাল থেকে শুরু হয়েছে। সর্বজনীন করার প্রয়াসের ক্রম পর্যায়ের ইতিহাস থেকে দেখা যাক কিভাবে শিক্ষার অধিকার আইন প্রতিষ্ঠিত হোল। শিক্ষার অধিকার আইন প্রতিষ্টার বিগত ১০০ (এক শত) বছরের ইতিহাস।

১৮৮২ খ্রীঃ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দাবী আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে ও জন শিক্ষা (Mass Education) চালু করতে হবে।

১৮৯৩ খ্রীঃ বরোদার মহারাজা বাধ্যতামুলক শিক্ষার প্রর্বতন করেন বালকদের জন্য, তার আমরেলি তালুকে।

১৯০৬ খ্রীঃ বরোদার মহারাজা আবশ্যিক বরোদার রাজ্যে পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করেন।

ঐ বৎসরে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্টিনে গোকুলকৃষ্ণ গোখলে বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার জন্য আবেদন করেন।

১৯১০ খ্রীঃ গোখলে প্রাইভেট সদস্য বিল উত্থাপিত করেন এবং যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯১৭ খ্রীঃ বিটলভাই প্যাটেল বাধ্যতামুলক শিক্ষার উপর প্রথম আইন পাশ করাতে সক্ষম হন।

১৯১৮ খ্রীঃ ব্রিটিশ ভারতে প্রতিটি প্রদেশে <u>বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন</u> অন্তর্ভূক্ত হয়।

১৯৩০ খ্রীঃ আইন বইতে উল্লেখিত হয়।

১৯৩০ খ্রীঃ হারটগ কমিটির গুনগত মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকে ব্যাহত করে।

১৯৩৭ খ্রীঃ মহাত্মা গান্ধীর 'নই তালিম' শিক্ষার ব্যবস্থা কথা - জনগনের নিজস্ব অর্থে শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

১৯৪৬ খ্রীঃ বিধান সভা কাজ শুরু করল।

১৯৪৭ খ্রীঃ দশ বছরের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে যে সম্পদ লাগবে তার উৎস সন্ধানের জন্য সম্পদ (Weys and Mean) গঠিত হল। (খের কমিটি)

১৯৪৭ খ্রীঃ মৌলিক অধিকারের উপর বিধান সভার সাব কমিটি বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তভূক্ত করার সুপারিশ করে।

ধারা - ২৩ ঃ- রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হোল - সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে চোদ্দ বছরের কমবয়সী সব শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক ও নিঃশুল্ক শিক্ষা চালু করা।

১৯৪৭ (এপ্রিল) ঃ- সংবিধান সভার পরামর্শদাতা কমিটি বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব বাতিল করে। (বেশী খরচের কারণ দেখিয়ে)

১৯৫০ খ্রীঃ "রাষ্ট্রের পরিচালক নীতি সমূহ" - (Directrue Principles) তালিকায় - ৪৫ ধারা অন্তর্ভূক্ত হয়। এতে বলা হয় রাষ্ট্র চেষ্টা করবে যাতে এই সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছরের কমবয়সী সব শিশুকে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া যায়।

১৯৮৬ খ্রীঃ জাতীয় শিক্ষানীতি - সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা (৬+ - ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত) বলা হয়।

১৯৯২ খ্রীঃ (প্রোগ্রাম অফ্ অ্যাকশন), কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন অপারেশন ব্লাক বোর্ড স্কীমের ব্যবস্থাপনা। জেলা ভিত্তিক DPEP - পরিকল্পনা।

১৯৯৩ খ্রীঃ উন্নীকৃষ্ণণ ও অন্যান্যরা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে একটি - অধিকার হিসাবে গন্য করে বলেন, - এ দেশের নাগরিকদের শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার।

১৯৯৮ খ্রীঃ প্রতি রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে মিসনের ভাবনায় সম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হবে।

২০০২ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ৮৬ তম সংসোধনী গৃহীত হয়।

১। ২১(ক) ধারার অন্তর্ভূক্তি। ২১ ধারার পর নতুন ধারা যুক্ত হয়। ২১ (ক) ঃ- রাষ্ট্র ৬ থেকে শিক্ষার অধিকার ১৪ বছরের বয়সী সব শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করবে যা রাষ্ট্র আইনে মাধ্যমে স্থির করবো।

২। ৪৫ ধারার জায়গায় নতুন ধারার অন্তর্ভূক্তি - 'ধারা ৪৫ রাষ্ট্র ৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করবে।'

৩। ৫১ (ক) ধারার সংশোধনী ঃ- সংবিধানের ৫১ (ক) ধারায় -' জে' উপধারার পর যুক্ত হবে। - শিশুর বাবা মা বা অভিভাবক - ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুর শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেবে।

২০০৯ শিক্ষার অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার ঘটনাক্রম ঃ-

২০০৩ ঃ- শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার বিল - ২০০৩।

২০০৪ ঃ- শিশুদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার বিল - ২০০৪।

২০০৫ ঃ- শিক্ষার অধিকার বিল জুন - ২০০৫ বিল (CABE-বিল)

২০০৬ ঃ- কেন্দ্রীয় বিল বাতিল করে রাজ্য গুলোকে আদর্শ শিক্ষার বিল ২০০৬ এর উপর ভিত্তি করে নিজস্ব বিল তৈরীর পরামর্শ।

২০০৮ ০৯ ঃ- কেন্দ্রীয় বিলের পুনুরুজ্জীবন। বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য শিশুদের অধিকার বিল ২০০৮ রাজ্যসভায় ও লোকসভায় পেশ ও গ্রহন। আগষ্ট ২০০৯ রাষ্ট্রপতির সম্মতি।

এই আইন এবং ৮৬ তম সংসোধনীর বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ১লা এপ্রিল ২০১০।

শিশুর শিক্ষার অধিকার আইনের বৈশিষ্ট্যঃ-

১। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে বাকী সমস্ত রাজ্যে, কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্যে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হবে।

২। সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারা অনুযায়ী যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত, সেখানেও এই আইন প্রযোজ্য হবে।

৩। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন থাকলেও কেন্দ্রীয় আইন প্রধান্য পাবে। সংবিধানের ২৫৪ ধারা অনুসারে যৌথ তালিকার অন্তর্ভূক্ত কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যে বিদ্যমান আইন গুলোর উপর প্রাধান্য পায়। রাজ্য গুলো এই আইন সংসোধন করতে পারে, কিন্তু তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাগবে।

৪। শিক্ষার অধিকার আইনে স্কুল ব্যতিরেকে অন্যত্র পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হয়

না। অর্থাৎ শিশুর স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে.

শিক্ষার অধিকার আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন সংজ্ঞা ঃ-

(ক) "যথোপযুক্ত সরকার" - বলতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকে বোঝাবে।

(খ) "শিশু" এর সংজ্ঞা ঃ- শিশুর সংজ্ঞা ৭ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। নীতিগত ভাবে, শিশু বিচার আইন, জাতিসংঘ কনভেনসনে এক সংবিধানের ২১ ধারা অনুযায়ী ০ - ১৮ বছরের প্রত্যেককে শিশু বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু ২১ ক ধারা অনুযায়ী শিশুর সংজ্ঞা ৬+ - ১৪ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

(গ) স্থানীয় কতৃপক্ষ বলতে বুঝানো হয়েছে - (১) স্কুল ব্যবস্থাপক কমিটি (২) পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহ (৩) সরকার। যথোপযুক্ত স্থানীয় কতৃপক্ষ চিহ্নিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) যে শিশুর বাবা-মা অভিভাবক নেই - এক্ষেত্রে এই সময় শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব থাকে যুক্ত সরকারের।

(ঙ) বিদ্যালয়ের সংজ্ঞা - এখানে চারধরনের বিদ্যালয়ের কথা বলা হয়েছে - (১) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের টাকার বলে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত। (২) সরকারী অনুদান প্রাপ্ত - বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Govt. Aided) (৩) বিশেষ ধরনের স্কুল - যেমন - কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, সৈনিক স্কুল, ইন্দো-টেনিস বর্ডার - পুলিশ স্কুল এবং এই ধরনের স্কুল এবং (৪) বেসরকারী - সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত নয় এমন স্কুল।

(চ) ভর্তির ব্যবস্থায় - বাছাই (Screenig) না করে - খোলা লটারী ব্যবস্থায় ছাত্র ভর্তি করতে হবে। সব ধরনের বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

(ছ) পশ্চাৎপদ শিশু ও দূর্বল শ্রেণি - এখানে তফশিলী জাতি (SC) এবং আদিবাসী শিশুরা - ও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক ভাষাগত ও লিঙ্গগত বিচারে সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পশ্চাৎ পদ গোষ্ঠী গুলো। রাজ্যসরকার এইসব গোষ্ঠীগুলোর তালিকা স্থির করবে। যথোপযুক্ত সরকার রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় ও উপজেলায় এই গোষ্ঠীদের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা তৈরী করবে। অর্থনৈতিক ভাবে দূর্বল গোষ্ঠীগুলির অভিভাবকের নূন্যতম বার্ষিক আয়ের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত সরকার এদের চিহ্নিত করবে।

বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার

১) বিনা ব্যয়ে শিক্ষা - আইনে - ৩(২) ধারা অনুযায়ী - কোনও শিশুকে যেন বেতন অমান্য চার্জ / খরচ বহন করতে না হয়, যা তার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অন্তরায়। যদি এই ধরনের খরচ শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, - তা হলে রাষ্ট্র তা বহন করবে।

২) দায়িত্ব - বলতে ৮(১), ৮(২) ধারা অনুযায়ী বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার শিশুর ভর্ত্তি, উপস্থিতি ও শিক্ষা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এর অর্থ এই যে - ৬ -১৪ বছর বয়সী কোনও শিশু যদি স্কুল চলাকালীন চায়ের দোকানে বা চাষের কাজে নিযুক্ত থাকে বা বাড়ীতে রান্না করতে থাকে বা ঘুরে বেড়ায় তাহলে সরকারের দায়িত্ব এই ধরনের শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার সম্পূর্ণ করার।

৩) মা বাবারা নিজ দায়িত্বে স্কুলে পাঠাবেন। অন্যথায়- অনিচ্ছুক বাবা - মা কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্কুল ব্যবস্থাপক কমিটির সদস্যরা বোঝাবেন যেন তাঁরা তাদের কর্তব্য পালন করেন। শিশু শ্রমিক রাস্তার শিশুদের ক্ষেত্রে সরকার দায়িত্ব নেবে।

৪) দূর্বল শ্রেণীর শিশু প্রাইভেট অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ২৫% কোটায় সংরক্ষিত আসনে ভর্তি হতে পারবে।

৫) আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (হয় কখনো ভর্তি হয়নি অথবা স্কুল ছুট হয়ে গেছে) তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণিতে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১ম শ্রেণিতে ৬ বছর বয়সকে ভর্তির বয়স ধরে নিয়ে - সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণি নির্ধারণ করা হবে। অবশ্য কোন শিশুর বয়স ১৪ বছর পার হয়ে গেলেও ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার অধিকার তার থাকবে।

৬) কোন শিশুর যদি নিয়মিত জন্মের প্রমান না থাকে, সেক্ষেত্রে – জনগণ এ.এন.এম. রেকর্ড অঙ্গনওয়াড়ি রেকর্ড ফিতা খাতার এফিডেবিট এর ভিত্তিতে কোন কিছু না পাওয়া গেলে অভিভাবকের ঘোষনা ভিত্তিতে ভর্তি করার যাবে। (অবশ্য উপরোক্ত দলিল সংগ্রহ করার প্রয়াস অব্যাহত থাক্‌বে।)

৭) কোন শিশু বৎসরের যে কোন সময় প্রয়োজনে ট্রান্সফার চাইলে প্রথম শিক্ষক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবেন অন্যথায় অপরাধের মধ্যে পড়বে।

অনুরূপভাবে বৎসরের যে কোন সময় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট অনুযায়ী ভর্তি নিতে অস্বীকার করা যাবে না।

৮) কিছু পরিবার আছে – তারা বাব মায়ের সঙ্গে কাজের জায়গায় যায়, তারা যদি, চান তাহলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না থাকলে সেখান কার স্কুলেই তাদের ভর্তি করতে হবে অথবা সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আবাসিক বিদ্যলয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) শিক্ষার গুণমান দেখার দায়িত্ব সরকারের।

১০) সরকারি বা প্রাইভেট কোনও স্কুলই উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কোন শিশুকে ফেল করাতে পারবে না।

১১) কোনও সরকারী স্কুল যদি রাজনীতি বা মানদণ্ড না মানে তাহলে এটা নিয়ে N.C.P.C.R. (National Commission or Prolector of Child Right), S.C.P.C.R. (State Commission on Prolector of Child Rights) কোর্টে অভিযোগ করা যাবে এবং এই আইনের গুরুত্ব লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে।

১২) শিক্ষক যদি বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হন বা নিয়মিত না পড়ান তাহা আইনের ২৪(২) ধারা অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

১৩) উচ্চ - প্রাথমিক স্তরে সকল শিক্ষকদের টিউসান নিষিদ্ধ।

বর্তমানে রাজ্যসরকার নিজস্ব নিয়মাবলী তৈরী করেছে। পশ্চিমবঙ্গ - বিনা ব্যয়ে শিশুর আবশ্যিক শিক্ষার বিধি ২০১২ নামে পরিচিত।

লেখক - শিশুর শিক্ষার অধিকার – গ্রন্থের প্রণেতা।

04797 02626 04797